অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 176-180
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.025

NABENDU GHOSER UPONNAS 'BATASE BARUD' : LALASAR GHRAN / নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস 'বাতাসে বারুদ' : লালসার ঘ্রাণ

GOURHARI BERA / গৌরহরি বেরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)
Email: gourhari563@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
লেফাফা, টাকা, রিভলবার, বারুদ, ঘ্রাণ

Abstract:

সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের 'বাতাসে বারুদ' উপন্যাসে লালসার ঘ্রাণ অত্যন্ত পষ্ট। এই উপন্যাসে গৌরহরি কোম্পানি সামান্য কেরানির কাজ করে। সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী মায়ের কথা শুনে টাকার লালসায় পড়ে তার বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের কাছে টাকা ধার নেয়। পরে সেই টাকা শোধ করতে পারেনা গৌরহরি। সঞ্জয় তার দ্বিতীয় স্ত্রী মায়ের সাথে ভাব জমায়, পরে মায়ার স্বামী গৌরহরি প্রকৃত সত্য জানতে পারে। ফলে গৌরহরি সঞ্জয়ের সব টাকা ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা করে। গৌরহরি সব টাকা শোধ করে দেয় সঞ্জয়কে, পরে গৌরহরি সঞ্জয়কে রিভলবার দিয়ে খুন করে দেয়। এই বারুদের গন্ধে সমাজ যেমন দূষিত হয় তেমনি একটি দরজা যুবকেরও প্রাণ যায়।

Discussion:

লালসার ঘ্রাণ মানুষের আদিমতম ইন্দ্রিয়কে নাড়া দেয়। লালসার ঘ্রাণ অদৃশ্য। লালসা মানুষকে অন্যায়ের পথে ঠেলে দেয়, দুর্নীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই লালসা আমরা এই উপন্যাসেও দেখব কিভাবে মধ্যবিত্ত মানুষ নিম্নবিত্ত মানুষের সংসারে লোভে থাবা বসিয়েছে। আধুনিক সঞ্চারিত হয়েছে যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। সাধারণভাবে বৃত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উচ্চ স্তরে নয়, একেবারে নিম্নস্তরে নয়, মাঝখানে রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই 'বাতাসে বারুদ' উপন্যাসে বারুদের গন্ধ অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির উত্তেজনা, সংঘাত বা সংহিতার আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বাতাসে যখন বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়ায় তখন শুধুই আকাশকে ভারী করে না মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই উপন্যাসে সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষ দেখাতে চেয়েছেন সমাজে বুলেটের শব্দ এবং বারুদের গন্ধে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। মানুষ শান্তি, মানবতা, সম্প্রীতি সব ভুলে যায়। এই প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- 'হয়ত সকলের লেখায় বারুদের গন্ধ নেই, কিন্তু জুঁই ফুলের গন্ধ সেদিনের আকাশে বাতাসে ছিল না।' [১] লালসার ঘ্রাণ এমন একটি অনুভূতি যার সীমা অতিক্রম করলে মানুষ বিবেক, সম্পর্ক ও মূল্যবোধ সব হারিয়ে ফেলে। তাই মানুষকে এই লালসার পরিবর্তে নৈতিকতাকে জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গৌরহরি বসু। সে দত্ত অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড একটি প্রতিষ্ঠানে কেরানির কাজ করে। এই কোম্পানি চল্লিশ বছর ধরে চলছে। সরকারি তথা বেসরকারি নানা কাজে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সুনাম অর্জন করেছে এই কোম্পানি। চৌরঙ্গীতে একটি মস্ত বড় বিল্ডিং এর দুটো ফ্লোর এর প্রায় কুড়িটি কামরার গৌরহরি বসুর অফিস। সে দোতলার ন' নম্বর কামরায় আটজন কর্মচারীর মধ্যে অন্যতম। সে পঁচিশ বছর পুরনো কর্মচারী। তার কাজে সুনাম রয়েছে। গৌরহরি সংসার চালাতে হিমসিম হচ্ছে। কারণ সে দুটো বিয়ে করেছে, প্রথম পক্ষের ছেলে অমিয়, প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। তারপর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী মায়াকে নিয়ে সংসার করে। দ্বিতীয়পক্ষে দুই মেয়ে চাঁদনী ও নন্দিনী। এই ছিল গৌরহরি বসুর পরিবার। সে চলে ঘড়ির কাটার মতো কারণ সকালে উঠে নিজেকে চা করে বাজারে যেতে হয়, সে হাতে মাঝারি সাইজের একটি থলি নিয়ে বাজার করে। বাজারে জিনিস কিনতে তার খুব অসুবিধে হয় কারণ সামান্য কেরানি করে তাকে সংসারের সব খরচ মেটাতে হয়। ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে রাধুনীর বিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স, স্কুলের খরচ, খাওয়া পড়া সব দিকগুলোতে তাকে প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয়। একজন নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে সংসারের সব খরচ চালানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। গৌরহরির ছেলে অমিয় সামান্য বেতনে টিউশন পড়ায়। টিউশন পরিয়ে নিজের হাতের খরচ জোগাড় করে। গৌরহরি বাজার শেষে বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পায় বাল্যবন্ধু সঞ্জয় নাগকে। সে গাড়িতে করে চেপে চলে গেল। সঞ্জয় নাগ আর দশ বছর বয়সে প্রথম বাবাকে হারায় তারপর মাকে হারায়। সে কাকার বাড়িতে মানুষ হয়েছে। সে অবদমিত দুঃখকে প্রকাশ করে মাঝে মাঝে অকারণে জ্বলে উঠতো। স্কুল শেষে গৌরহরি যখন কলেজে ভর্তি হল সঞ্জয় নাগ তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা শুরু করে দিলো । সে চার বছর পর কাকার বাসা ছেড়ে বালিগঞ্জে নিজের বাসা করল ততদিনে গৌরহরির বাবা কসবা অঞ্চলে কোনো মতে একটা দোতলা বাড়ি খাড়া করে তাদের বসবাস করল। তবু দুই বন্ধু নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হতো। ইতিমধ্যে সঞ্জয় নাগ পাড়ার মস্তানদের দলপতি হয়ে উঠলো। সে তাদের সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের কাজের লাগতে লাগলো। তার ফলে বড় বড় কনট্যাক্টরেরা তাকে খোষামোদ করতে লাগলো। তার কথাবার্তার ঢং পাল্টে গেল। এই সঞ্জয় নাগ তার খোঁজে বাড়িতে এসেছিলো। সঞ্জয়কে দেখলে গৌরহরি কিছুতেই তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছে না আজকাল। কারণ সে ঋণদাতা হিসেবে গৌরহরিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গৌরহরি

.

সঞ্জয়ের কাছে ঋণী হয়েছে একান্ন হাজার টাকার। দীর্ঘ দশ-এগারো বছর ধরে এক থেকে একান্নতে দাঁড়িয়েছে। গৌরহরি নিম্নবিত্ত জীবনের এক বিচিত্ররূপ ধরা পড়েছে। সে তার প্রকৃত বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের কাছে ধার নিয়ে শোধ করতে পারছে না। সামান্য কেরানী হয়ে কিভাবে শোধ করবে? তার জীবন বহু জটিলতায় পূর্ণ। ‘জীবনের রূপ বহু বিচিত্র। সেই বহুরূপী জীবনের একাংশ, মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-যা আধুনিক কালের মানুষের প্রায় স্বধর্ম হয়ে উঠেছে।’ [২]

গৌরহরিকে শুধু কেরানির কাজ করে সব দিকে সামলাতে হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী মায়ার নানা চাহিদাকে মেটাতে হয়, যেমন এই টাকা চাই, এই ইম্পোটেড, ফেস ক্রিমটা চাই, এই পারফিউমটা, এই জুতোটা, এই সিনেমা হলে ছবি দেখা, সপ্তাহে দু’বার মাংস। তার প্রথম স্ত্রী অরুণা নিম্নবিত্ত মানুষের কথা ভাবতো। সে সরল ও সুরুচিপূর্ণ নারী ছিলো। তার একমাত্র বিলাসিতা ছিল সে একা বসে রেডিওতে গান শুনতো। মায়া তার জীবনে আসার পর সমস্ত বিলাস সামগ্রী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম ছয়-সাত বছর কোন ফনা তোলেনি কিন্তু তারপর থেকে দংশন করতে শুরু করেছে। এই বিশ্বের জ্বালায় জ্ঞান শূন্য হয়ে গৌরহরি তার বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের কাছে ধার নিত। সঞ্জয় অম্লান বদনে হাসিমুখে টাকা দিত, কোন কাগজে সই পর্যন্ত করত না। গৌরহরি সই করাতে বললে সঞ্জয় নাগ রাগ করতো। সেই সঞ্জয় এখন হন্যে হয়ে উঠছে তার টাকা ফেরত পাবার জন্য কিন্তু সেই এত টাকা দিবে কি করে? একান্ন হাজার টাকা তো অনেক বেশি টাকা গৌরহরির কাছে। তার মাসিক আয় তো সীমাবদ্ধ। গৌরহরির বন্ধু সঞ্জয় দ্বিধা, সংশয় ও অবিশ্বাস্যের জটিল জ্বালে বিভ্রান্ত। মধ্যবিত্তের ভদ্র জীবনের অন্তরালে স্ববিরোধ, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই সঞ্জয় বারবার টাকা চাইছে গৌরহরির কাছে। তার চরিত্রে মধ্যবিত্ত মানুষের এই বিকৃত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের একটি ছাপ ধরা পড়েছে। গৌরহরি বসু অমিয়কে চাকরির ফর্ম তুলতে বলে। আমিয় সমাজের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে কারণ সে সামান্য টাকা রোজগার করে সংসারে অর্থাৎ তার বাবাকে সেরকম কোন সাহায্য করতে পারে না। গৌরহরি ছেলেকে সব সময় উৎসাহ দিতে থাকে। সে কেরানির চাকরি করেও পরিবারের সমস্ত মানুষকে খুশি রাখতে চায়। সে ভাবে-

> ‘জীবনকে আজ ভদ্রের ভরা নদীর মতো মনে হচ্ছে গৌরহরি বসুর। প্রচণ্ড স্রোতাবর্ত।’ [৩]

অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকেই গৌরহরি অমিয়কে দেখে চমকে উঠলো। অমিয় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, বাঁ হাতের কোনই ব্যাণ্ডেজ। গৌরহরির পায়ের শব্দ শুনতেই সে মুখ তুলল এবং তার বাবার সাথে কথা বলতে বলতে চোখের জল মুছলো। তারপর অমিয় একটু ইতস্তত হয়ে বলল- ‘ওরা আমাকে এ্যাটাক করার ক’মিনিট আগে দেখেছিলাম, সঞ্জয় কাকু গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, পাশে মা। তারপরেই ওরা আমাকে –।’[৪] গৌরহরি কয়েক সেকেণ্ড ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

গৌরহরি বাইরে পাইচারি করতে করতে মনে মনে ভাবল জীবনটা কি? জীবনের লক্ষ্য কি? কেন মানুষ বেঁচে থাকে? শুধু খাওয়ার জন্য, ভোগের জন্য, সুখের জন্য,? জীবন তো আসলে রণভূমি কুরুক্ষেত্র। জীবনে যুদ্ধ অনবরত লেগে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে যদি কেউ সেই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়। গৌরহরি সঞ্জয়ের মারুতির উপর নজর রাখলো। তার স্ত্রী মায়া সঞ্জয়ের সাথে ঘুরছে। গৌরহরি এসব দেখার পর বাড়ি চলে এলো। তার স্ত্রী মায়ের সাথে কোন কথা বললো না। স্ত্রীর এইসব উচ্ছৃঙ্খলতায় গৌরহরি মর্মাহত। সেই এই ধরনের পরিস্থিতিতে সম্মুখীন হয়ে মানসিক যন্ত্রণায়

একান্ত জটিল ও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর ব্যাক্তি- স্বাতন্ত্র্যের জন্য তার জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। তার নিজের আত্মার যন্ত্রণা ও ক্ষয়কে অনুভব করে সচেতন সত্তা দিয়ে। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে আমাদের-

‘পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।’ [৫]

আমরা উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখব গৌরহরি তার বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের সাথে দেখা করবে। কারণ তার সেই একান্ন হাজার টাকা ফেরত দেবে। সঞ্জয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত বাড়িয়ে গৌরহরির কাছ থেকে লেফাফাটা নিলো। সে (গৌরহরি) বলল এই লেফাফাটাতে একশ দুশো পাঁচশো টাকার নোট রয়েছে। অর্থাৎ পুরো একান্ন হাজার টাকা রয়েছ। ব্যাংকের সুদ হিসেব করলে সঞ্জয় এই কয়েক বছরে আরও তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা পেতো। কিন্তু সেটা সে দিতে পারবে না। আসলে এই টাকা তার অনেক আগে দেওয়া উচিত ছিলো। সে এতদিন দেয়নি কারণ কারণ বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের রোজগার খুব ভালো ছিলো। এখন গৌরহরি বুঝতে পারছে এই টাকা না দেওয়ার জন্য তার চরিত্রহানি ঘটেছে। গৌরহরি জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা, অপরিসীম দারিদ্র্যের আঘাতে অন্তরের আদর্শবোধ ও নৈতিক মেরুদন্ড কেমন করে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সেই ছবি এঁকেছেন লেখক। সঞ্জয় লেফাফা থেকে নোটগুলো বের করলো। নোটগুলো গুণে আবার লেফাফাতে ভরে দিলো। এরপর হাসিমুখে গৌরহরিকে ধন্যবাদ দিলো। গতৌরহরির বুকটা ধক করে উঠলতো কারণ সে সঞ্জয়কে মারার প্ল্যান করছে। যখন সঞ্জয় বেরিয়ে গেল তখন দরজা একটা ক্লিক শব্দ হতেই এক লাফে উঠে টেবিলের সেই ড্রয়ারটা ধরে টান দিল গৌরহরি। সে দেখলো সে ড্রয়ারটা আবার টেনে দিয়ে ঝট্ করে রিভলবারটা তুলে প্যান্টের পকেটে রেখে দিলো। তার বুকের ভিতর তখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিট স্যাম্পাস ও আগাসির টেনিস বলের ভলির মতো কারা যেন হৃদপিণ্ডটা বুকের এদিক ওদিক প্রতিসরণ করছে। গৌরহরি সঞ্জয় ও তার বন্ধুরা মিলে আড্ডা জমাতে লাগলো। এরপর গৌরহরি ভাব জমাতে জমাতে বলল প্রত্যেক জীবের একটা শক্তির প্রবণতা আছে। সেটা হল ভৌতিক। নীৎসের এই উক্তিটির প্রসারণ এবং সংযোজন করেছেন আর এক ভদ্রলোক। তার নাম লর্ড অ্যাকটন। ইনি বলেছেন-

‘পাওয়ার করাপটস অ্যাবসলিউটলি- অর্থাৎ শক্তিমান হলেই আরো বেশি শক্তির লালসা মানুষকে পেয়ে বসে। এই প্রবৃত্তি থেকে কোনও ব্যক্তি, পরিবার বা দল কেউ রেহাই পায় না।’ [৬]

তখন এই লালসার ফলে সেই ধীরে ধীরে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেই ক্ষমতা তাকে দূষিত, বিরত ও কলুষিত করে দেয়। তখন এই ক্ষমতাকে কায়েম রাখার জন্য বিরোধীদের গলা টিপে ধরে। গৌরহরি কখনো শক্তি ও টাকার চক্রান্ত করবে না। যেটা সঞ্জয় তার সাথে করেছে। সঞ্জয় যে গৌরহরির দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরেছে এবং তাকে হীরার আংটি উপহার দিয়েছে। এই সব কথা গৌরহরি জেনে ফেলেছে। সে আজ তার বাল্যবন্ধু সঞ্জয়ের কাছে সব তথ্য উন্মোচন করে দিলো। তার সাথে আড্ডা জমিয়ে তার মন জয় করবে এই মনে ছিলো গৌরহরির। আগে থেকে জানে যে সুযোগ পেলে রিভলবারটা দিয়ে তাকে খুন করবে। সে (গৌরহরি) বলল সে জ্ঞানী নয়, তবে শুধু এইটুকু জ্ঞান হয়েছে যে আজকের জ্ঞান কালকে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আজকে যে সত্য কাল সেটা অর্ধসত্য হয়ে যাবে। শেষে সো আরো বলল-

‘এই যে দুনিয়াটা যদি এমনি পাওয়ার-পাগল হয়, পাওয়ারের জন্য, ভোটের জন্য খুনোখুনি, লুটপাট, হাওলা, ঘুষ, দালালি, বেইমানি করতে থাকে তাহলে সংসারটা টিকবে কি করে? যারা সততায়, মনুষ্যত্বে, চরিত্রে বিশ্বাস করে তারা কি করবে বাঁচার জন্য?’ [৭]

.

গৌরহরি এইসব ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে সঞ্জয়ের দিকে তাক করে পরপর দু'বার ফায়ার করলো। তার বুকে লাগলো একটা গুলি আরেকটা গুলি লাগলো পেটে। সে সঙ্গে বলির পশুর মত একবার তীব্র যন্ত্রণায় বিকট শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেলো। তারপর সে মারা গেলো। গৌরহরি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালালো। সে তার জীবনের শেষ নাটকীয় পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। সে তবু গভীর সুখ এবং তৃপ্তি অনুভব করলো। সে মনে ভাবল এই দুদিনে অনেক কাজ করেছে। সে একটা দু'লাখ টাকার জীবনবীমা করেছে। সেই জীবনবীমার প্রাপক হবে তার ছেলে অমিয়। বাড়ি এবং এক ফিক্স ডিপজিটের প্রাপক হবে তার তিন ছেলেমেয়ে। সে রাস্তা দিয়ে ছুটে পালালো। ধাক্কা মেরে, সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে ছুটে পালালো সে। পেছন থেকে চিৎকার করলো, ধাওয়া করলো যে এই খুনি লোকটাকে ধরুন। উপন্যাসে বর্ণিত – 'বাতাসে কোন ফুলের গন্ধ নেই, বাতাসে শুধু বারুদের গন্ধ।' [৮] সেই সময় নিখিল ও তার দল হিংস্র ফাইনাল মত গৌরুরিকে উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

লেখক নবেন্দু ঘোষ, তাঁর লেখায় মানবীয় মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে গৌরইরির এই জীবনচিত্রের কিছুটা উগ্রতা রয়েছে। জটিল অন্ধকারে রহস্য সন্ধানে জীবন চেতনার একটা দিক পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন লেখক। তার (গৌরহরি) জীবনে যন্ত্রনা তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। সবকিছু মিলিয়ে নবেন্দু ঘোষের কথাসাহিত্যে জীবন রহস্যের অতল অন্ধকারের ইঙ্গিত রয়েছে। এই অকূল অন্ধকার আর অন্তহীন দুঃখ-যন্ত্রণা লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নয়।

Reference:

1. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৩৭২
2. ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, অভী প্রকাশন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯০
3. নবেন্দু ঘোষ, বাতাসে বারুদ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬৯
4. তদেব, পৃ.৭৭
5. জীবনানন্দ দাশ শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৪৬-৪৭), ভারবি, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১৩৫
6. নবেন্দু ঘোষ, বাতাসে বারুদ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯৮
7. তদেব, পৃ. ৯৯
8. তদেব, পৃ. ১০০

Bibliography:

1. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৬
2. জীবনানন্দ দাশ শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৪৬-৪৭), ভারবি, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
3. ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', অভী প্রকাশন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
4. নবেন্দু ঘোষ, 'বাতাসে বারুদ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

CC BY NC